# ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ।

## ডিইপিটিসি'র কার্যাবলীঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। পর্যাপ্ত নদী নালা থাকার কারণে সড়কপথ/রেলপথের চেয়ে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নৌ-পথে সুষ্ঠ ও নিরাপদে নৌ-পরিচালনার জন্য যোগ্য জনবল না থাকার প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সনে আইএলও এর তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় নৌ-পরিবহন সেক্টরে দক্ষ্য ও যোগ্য জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ডেক কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তিতে ১৯৭৬ সালে আইএলও'র বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতে উক্ত কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব বিআইডব্লিউটিএ'র উপর অর্পিত হয়। গত ২৬/০৭/২০০৩ খ্রি: ডেক কর্মীর পাশাপাশি ইঞ্জিন কর্মীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হওয়ায় কেন্দ্রের নাম "ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" (ডিইপিটিসি) করা হয়।

২। বাংলাদেশে পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিপুল সংখ্যক যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌ-যান পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল (মাষ্টার, ড্রাইভার, সারেং, সুকানী, গ্রীজার ইত্যাদি) সৃষ্টির লক্ষে অত্র কেন্দ্রে নিম্নে উল্লেখিত কোর্স সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

### ক) নৌ-শিক্ষানবিস (ক্যাডেট) কোর্সঃ

বর্তমানে কেন্দ্রে এক বছর মেয়াদী নৌ-শিক্ষানবিস ডেক ও ইঞ্জিন কোর্স চালু রয়েছে। এই কোর্সে প্রতি বৎসর ১০০ জন নৌ-শিক্ষানবিসকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে; যার মধ্যে ৫০ জন ডেক শিক্ষানবিস ও ৫০ জন ইঞ্জিন শিক্ষানবিস । প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর শিক্ষানবিসগণ দেশী বিদেশী অভ্যন্তরীণ জাহাজে লস্কর/ সুকানী/ গ্রীজার পদে নিয়োগ পেয়ে থাকে।

### খ) ইন-সার্ভিস কোর্স (প্রিপারেটরী এণ্ড রিপ্রেশার কোর্স)ঃ

এই কোর্সে অভ্যন্তরীণ নৌ-যানে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত নৌ-যান কর্মীগণকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে তারা ডেক ও ইঞ্জিন শাখায় পরবর্তী ধাপের সনদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করে থাকেন।

### গ) ইন-সার্ভিস কোর্স (আভ্যন্তরীণ পাইলট ও মাষ্টার পাইলট কোর্স)ঃ

এই কোর্সে শুধূমাত্র বিআইডব্লিউটিএ'র মার্কম্যান, পাইলট ও মাষ্টার পাইলটগন তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও পরবর্তী পদোন্নতির জন্য দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করে থাকেন।

### ঘ) প্যাসেঞ্জার এনডোর্সমেন্ট কোর্সঃ

যাত্রীবাহী জাহাজে কর্মরত মাষ্টারদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য এ কোর্সটি চালু করা হয়েছে। এ কোর্সের মেয়াদ ৭ দিন।

### ঙ) বেসিক সেফটি ট্রেনিং কোর্সঃ

STCW'10 অনুযায়ী Basic safety Training (BST) এর আওতায় নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ৪(চার)টি এনসিলারী কোর্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চালু রয়েছে।

১. পারসোন্যাল সারভাইভ্যাল টেকনিক (PST);
২. ফায়ার প্রিভেনসন এন্ড ফায়ার ফাইটিং (FPFF);
৩. ইলিমেন্টারী ফাষ্ট এইড (EFA);
৪. পারসোন্যাল সেফটি এন্ড সোসিয়াল রেসপনসিবিলিটি (PSSR);

**চ) বেসিক সেফটি, রাডার এন্ড ভিএইচএফ ট্রেনিং কোর্স :**

অভ্যন্তরীণ প্রথম শ্রেণীর মাষ্টারদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বর্তমানে ডিইপিটিসিতে BST, RADAR, VHF Operation & Chart Work এর সমন্বয়ে একটি কোর্স চালু রয়েছে।

**ছ) নৌ-শিক্ষানবিস কোর্সে ভর্তির শর্তঃ**

১. **শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ** এসএসসি বা তার সমমানের।
২. **বিজ্ঞপ্তিঃ** আগষ্ট মাসে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।
৩. **নির্বাচন পদ্ধতিঃ** লিখিত, মৌখিক, স্বাস্থ্য ও সাঁতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হয়।
৪. প্রতি বছর প্রতি গ্রুপ থেকে ১০ জন করে একটি অপেক্ষামান তালিকাও প্রস্তুত করা হয়।
৫. আবেদনকারীকে অবিবাহিত হতে হবে।
৬. এসএসসি সার্টিফিকেট অনুযায়ী আবেদনকারীর বয়স ১৬.৫ বছর থেকে ২০ বছর হতে হয়।
৭. আবেদনকারী ডেক বা ইঞ্জিন কোন শাখায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করতে হয়।

**জ) ক্যাডেট কোর্সে ভর্তিচ্ছুদের দরখাস্তের সাথে যা জমা দিতে হয়ঃ**

১. এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের সনদপত্র ও নম্বর পত্রের সত্যায়িত কপি।
২. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি।
৩. অধ্যক্ষ, ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর অনুকূলে অফেরত যোগ্য ৩০০(তিনশত) টাকার পোষ্টাল অর্ডার।
৪. ০৭ (সাত) টাকার ডাকটিকেটযুক্ত আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত ফেরত খাম।

**ঞ) ভর্তি পদ্ধতিঃ**

১. এসএসসি/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারীর মধ্য হতে বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষানবিস নির্বাচন করা হয়।
২. আবেদনকারীকে বাংলা, ইংরেজি, অংক ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে হয়।
৩. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক, শারীরিক সুস্থতা, চক্ষু ও সাঁতার পরীক্ষা নেয়া হয়।
৪. চুরান্ত উত্তীর্ণ প্রার্থীকে এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা বার্ষিক কোর্স ফি জমা দিয়ে ভর্তি হতে হয়।

**ট) সুবিধাদিঃ**

প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বক্ষনিক কেন্দ্রে অবস্থান করতে হয় এবং তাদেরকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, প্রশিক্ষণ ও ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে অভ্যন্তরীণ জাহাজ, ফিশিং ভাসেল ইত্যাদিতে চাকুরীর সুযোগ পাওয়া যায়।